গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ অধিশাখা

বিষয়: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে অক্টোবর/২০২০ মাসের বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	**মো. আবদুল মান্নান, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।**
তারিখ	:	১৮.১০.২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	বেলা ১১.১০ - ১২.০০ ঘটিকা
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৩৩২, ভবন নং-৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের গৃহিত পদক্ষেপগুলো আজ দেশ তথা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে মর্মে জানান। তিনি বলেন যে, জেলা প্রশাসন শুরু থেকেই কোভিড-১৯ মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের গত ৮/৯ মাসের কার্যক্রম ছিল দৃশ্যমান। যথাযথ সময়ে এবং সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এ মৃত্যুর হার ১.৪৫-এ রাখা সম্ভব হয়েছে যেখানে ভারতে ১.৫২, যুক্তরাজ্যে ৬.১৮ এবং সমগ্র বিশ্বে ২.৮১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অতঃপর তিনি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর অক্টোবর/২০২০ মাসের বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার কার্যপত্র অনুযায়ী উপস্থাপনের জন্য যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)-কে অনুরোধ করেন।

ক্রমিক নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১.	কোভিড-১৯ প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা (সামাজিক দূরত্ব, মাস্ক পরিধান ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে আইন প্রয়োগ ও জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ)।	সভাপতি বলেন যে, জরিপে দেখা গেছে ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত কোভিড-১৯ মুক্ত থাকার সবচেয়ে কার্যকর উপায় মাস্ক পরিধান। তবে তিনি মাস্ক পরিধানে দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে শৈথিল্যভাব লক্ষ্য করেছেন বলে জানান। মাঠ পর্যায়ে বিশেষ করে বিভাগীয় এবং বড় জেলা শহরগুলোতে কার্যকরভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য তিনি বিভাগীয় কমিশনারদের অনুরোধ করেন। তিনি জনগণকে সম্পৃক্ত করে মাস্ক পরিধানে উদ্বুদ্ধ করতে বলেন। বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা বলেন যে, ভর্তির সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যাতে কোভিড টেস্টের কথা বলে রোগীকে সমস্যায় না ফেলে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা	ক) কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব, মাস্ক পরিধান ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের কাজে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। খ) মাঠ পর্যায়ে বিশেষ করে বিভাগীয় এবং বড় জেলা শহরগুলোতে কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে কার্যকরভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। সে সঙ্গে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। গ) মুমূর্ষু রোগীকে কোভিড-১৯ এর অজুহাতে হাসপাতালে চিকিৎসা না দিয়ে ফেরত পাঠানো হতে বিরত থাকার জন্য হাসপাতালগুলোকে নির্দেশনা	বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক

ক্রমিক নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটি নির্দেশনা প্রদান করার জন্য তিনি সভাপতিকে অনুরোধ জানান। তিনি আরো জানান যে, অনেক হাসপাতালে টেকনিশিয়ানের অভাবে মেডিকেল যন্ত্রপাতি পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে তিনি আউটসোসিংয়ের মাধ্যমে জনবল নিয়োগের জন্য অনুমতি প্রদানের অনুরোধ জানান। তিনি রিলিফের ক্ষেত্রে ত্রাণ হিসেবে মাস্ক প্রদানের জন্য সভাপতিকে অনুরোধ জানান। সভাপতি জানান যে, মুমূর্ষু রোগীকে কোভিড-১৯ সংক্রমণের অজুহাত দিয়ে ফেরত পাঠানো হাসপাতালের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হবে। তিনি সকল হাসপাতালকে এ বিষয়ে পত্র প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর জানান যে, এ বিভাগে মাত্র দুটি পিসিআর মেশিন রয়েছে। তিনি আরো দুটো পিসিআর মেশিন সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেন। চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার অনুরোধ জানান। এছাড়া, তিনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদনের সাথে বিভাগের প্রেরিত মৃত্যুর প্রতিবেদনের গরমিল দেখা যায় মর্মে অভিযোগ করেন। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) এ প্রসংগে বলেন যে, মৃত ব্যক্তির জেলা অনুসাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মৃত্যুর প্রতিবেদন তৈরি করে বিধায় জেলায় মৃত্যুর সংখ্যার সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে অমিল থাকতে পারে। বিভাগীয় কমিশনার রাজশাহী তার বিভাগে মাস্ক পরিধানের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে মর্মে	দিতে হবে। ঘ) নতুন পিসিআর মেশিন সরবরাহের ক্ষেত্রে রংপুর বিভাগে ১টি সরবরাহ করা হবে। ঙ) ত্রাণ সামগ্রীর সংগে মাস্ক বিতরণের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। চ) বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনিয়ম বা ব্যবস্থাপনাজনিত ত্রুটি দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ছ) বগুড়া জেলায় পিসিআর মেশিন মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ জেলা প্রশাসন (সকল) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ নিমিউ এন্ড টিসি

ক্রমিক নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		জানান। তিনি বগুড়া জেলায় পিসিআর মেশিন নষ্ট মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি জানান যে, মাস্ক পরিধানে জনগণকে অনুপ্রাণিত বা বাধ্য করতে জেলা প্রশাসকদের প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিভাগীয় কমিশনার খুলনা টেলিভিশনে দৈনিক বুলেটিন প্রচার বন্ধ হওয়ায় জনসচেতনা হ্রাস পেতে পারে মর্মে জানান।		
২.	কোভিড-১৯-এর সম্ভাব্য 2nd Wave মোকাবেলার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক কোভিড-১৯ প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পরিপত্র কার্যকর করা।	সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, বিশেষজ্ঞগণের মতে আসন্ন শীতে কোভিডের আক্রমণ বাড়তে পারে বা 2nd Wave আসতে পারে। সেজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সকল মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দিয়েছেন। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত পরিপত্র অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করা হলে এ রোগের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। সেজন্য বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে এ বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে বিশেষ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। তিনি আরো জানান যে, বাংলাদেশের জলবায়ু, মাটি ইত্যাদির কারণে মানুষের শরীরের মধ্যে হার্ড ইমিউনিটি জন্মেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তিনি কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বিভাগীয় কমিশনারদের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, মাঠ পর্যায়ে আপনারা চমৎকার ভূমিকা পালন করেছেন। আপনাদের অবদান স্বাস্থ্য বিভাগ স্মরণ করবে। তিনি আসন্ন শীতে ঠান্ডাজনিত রোগ বিশেষ করে সর্দি, কাশি, গলা ব্যাথাতে যাতে রোগীরা হাসপাতালে ডাক্তারদের নিকট ভাল	ক) আসন্ন শীতে কোভিড-১৯-এর সম্ভাব্য 2nd Wave মোকাবেলার জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণকে কোভিড প্রতিরোধে আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। খ) আসন্ন শীতে ঠান্ডাজনিত রোগ বিশেষ করে সর্দি, কাশি, গলা ব্যাথাতে রোগীরা হাসপাতালে ডাক্তারদের নিকট যাতে ভাল চিকিৎসা পান এবং হাসপাতালগুলোতে যাতে পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ করা হয় বিভাগীয় পরিচালক ও সিভিল সার্জনদের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করতে হবে। জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ তা মনিটরিং করবেন। গ) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক কোভিড-১৯ প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের জন্য বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে বিশেষ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক

ক্রমিক নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		চিকিৎসা পান বিভাগীয় পরিচালক ও সিভিল সার্জনদের সাথে নিয়ে তা নিশ্চিত করার অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে মর্মে তিনি জানান। বিভাগীয় কমিশনার খুলনা বলেন, কোভিডে মৃত্যু সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে আসলেও আক্রান্তের তুলনায় মৃত্যুর হারটা ইদানিং বেড়ে যাচ্ছে। এখন মৃত্যুর হার ২ এর কাছাকাছি। 2nd wave এ সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে শীতকালে ঠান্ডাজনিত রোগগুলোর দিকে বেশি নজর দিতে হবে। সভাপতি বলেন, শীতে পৌষ-মাঘ মাসে ঠান্ডাজনিত রোগের বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেয়া হবে। এ বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেওয়া হবে। তিনি মাঠ পর্যায়ে কোন চিকিৎসাজনিত সমস্যা দেখা দিলে বিভাগীয় কমিশনারগণ উদ্যোগ নিয়ে সেটি সমাধান করতে পারেন মর্মে জানান। সভাপতি কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন সংক্রান্ত বিষয়ে জানান যে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ভ্যাকসিন উৎপাদনকারি ৯ কোম্পানির মধ্যে ৫টির সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করছে। অক্সফোর্ড থেকে ৩ কোটি ভ্যাকসিন বাংলাদেশ পাবে। ভ্যাকসিন ক্রয়ে জন্য সরকার বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রেখেছে। এছাড়া, বৈদেশিক সাহায্য পাবে। তিনি আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ভ্যাকসিন পাবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।		
৩.	কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন,	সভাপতি বিভাগীয় কমিশনারগণকে নিজ বিভাগের অধীন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো সময় পেলে পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি জানান যে, কমিউনিটি ক্লিনিক	ক) তত্ত্বাবধায়ক ও সিভিল সার্জনদের নিয়ে জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণ নিজ অধিক্ষেত্রের অধীন কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন করবেন।	বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক

ক্রমিক নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং লাইসেন্সবিহীন অবৈধ হাসপাতাল ও ক্লিনিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্রেইনচাইল্ড। এই ক্লিনিকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ২৯ ধরণের ঔষধ রোগীদের প্রদান করা হয়। তিনি সম্প্রতি কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। সভাপতি ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে লাইসেন্স বিহীন অবৈধ হাসপাতাল ও ক্লিনিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও যেসব হাসপাতাল ও ক্লিনিক অবৈধ কার্যক্রম করছে, তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক ও সিভিল সার্জনদের নিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, ঔষধপত্রসহ অন্যান্য যাবতীয় যা যা লাগবে সে বিষয়ে বিভাগীয় পরিচালকগণকে অনুরোধ জানাতে পারেন। সভাপতি আরও বলেন যে, জেলা প্রশাসকগণ উপজেলা পর্যায়ে পরিদর্শনে গেলে সংশ্লিষ্ট ইউএনও, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা-কে নিয়ে সরজমিনে হাসপাতাল পরিদর্শন করবেন।	খ) জেলা প্রশাসকগণ উপজেলা পর্যায়ে পরিদর্শনে গেলে সংশ্লিষ্ট ইউএনও, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা-কে নিয়ে সরজমিনে হাসপাতাল পরিদর্শন করবেন। গ) ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে লাইসেন্সবিহীন অবৈধ হাসপাতাল ও ক্লিনিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও যেসব হাসপাতাল ও ক্লিনিক অবৈধ কার্যক্রম করছে, তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৪.	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে এসিল্যান্ডের সহযোগিতা প্রদান।	সভাপতি জানান যে, স্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের জমিজমা সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দিলে জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সহকারি কমিশনার (ভূমি) সব এ বিষয়ে সহায়তা করা প্রয়োজন।	(ক) স্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের ভূমি বিরোধ নিরসনে সহকারী কমিশনার (ভূমি) আইনানুগ সহযোগিতা করবেন।	জেলা প্রশাসক

ক্রমিক নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৫.	বিভাগীয় কমিশনারের সংশ্লিষ্ট সভায় তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগীয় পরিচালকগণের উপস্থিত থাকা সংক্রান্ত।	সভাপতি তত্ত্বাবধায়ক এবং বিভাগীয় পরিচালকদের বিভাগীয় সভায় উপস্থিত থাকার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন যে, সভায় তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগীয় পরিচালকগণ উপস্থিত হলে স্বাস্থ্য বিভাগের অনেক চলমান সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেন। বিভাগীয় কমিশনার রংপুর জানান যে, রংপুর বিভাগে বিভাগীয় পরিচালক স্বাস্থ্যের পদ শূন্য। সভাপতি রংপুরে বিভাগীয় পরিচালক স্বাস্থ্যের শূন্যপদ পদায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণকে স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে রোগীদের সেবা সঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে কিনা তা তদারকি করার জন্য অনুরোধ করেন।	ক) তত্ত্বাবধায়ক এবং বিভাগীয় পরিচালক বিভাগীয় সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। খ) বিভাগীয় পরিচালক, রংপুর পদে পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গ) সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসকগণ স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে রোগীদের সেবা সঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে কার্যক্রম তদারকি করবেন।	বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক
৬.	বিবিধ।	আসন্ন দুর্গাপুজায় জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি ও সরকারি বিধিনিষেধ মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভাপতি বিভাগীয় কমিশনারগণকে অনুরোধ জানান।	দূর্গাপুজা উদ্‌যাপনের সময় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের জন্য বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	বিভাগীয় কমিশনার, হাসপাতাল অনুবিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

স্বাক্ষরিত/-
২৮.১০.২০২০
(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং- ৪৫.০০.০০০০.১৪৩.০৬.০০৪.২০ - ১৭০

১৬ কার্তিক ১৪২৭
তারিখঃ ০১ নভেম্বর ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/হাসপাতাল/প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন/প্রশাসন/সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩। বিভাগীয় কমিশনার,.....বিভাগ (সকল)।
৪। উপসচিব, মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৮। উপসচিব (প্রশাসন-২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৯। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

Urmi 01/11/20

(উর্মি তামান্না)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল:monitor@hsd.gov.bd